সমকাল

তারিখ ... 20 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...১...

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল

কৃতী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন

বৃহস্পতিবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। পাসের হার গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। ১২ লাখ তিন হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছেন প্রায় ৯ লাখ। জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা বেড়েছে। এ এক বড় অর্জন। কৃতী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন। বিশেষভাবে অভিনন্দন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ৫৮ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে। তাদের নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গর্ব করবে। পরিবার উৎসব করবে। আর দেশ পাবে আর্থ-সামাজিক নানা ক্ষেত্রে বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনার যোগ্য কর্মী। উত্তীর্ণদের বেশিরভাগ উচ্চতর শিক্ষার জগতে প্রবেশ করবে। কেউ কেউ চলে যেতে চাইবে কর্মক্ষেত্রে। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষে তরুণ-তরুণীরা দলে দলে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়। এর আয়োজনও রয়েছে। তাদের অর্থনীতিতে যে বিপুলসংখ্যক দক্ষ-শিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন সেটা এ পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত হলেই মিলে যায়। বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন : এখানে শিক্ষার আলোয় আলোকিত তরুণ-তরুণীদের জন্য শ্রমবাজার ততটা বিকশিত হয়নি। ফলে ভিড় দেখা যায় উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এটা সুলক্ষণ, সন্দেহ নেই। মানবসম্পদে আমাদের দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। তবে অর্থনীতির সার্বিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারলে শিক্ষিত প্রজন্মকে আমরা আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারব। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলের সাফল্য উদযাপন করতে গিয়ে 'ব্যর্থ' শিক্ষার্থীদের কথা ভুললে চলবে না। এবারে তিন লাখ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তারা স্কুল ও কলেজের অনেক অনেক পরীক্ষায় পাস করে ইন্টারমিডিয়েট হিসেবে পরিচিত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেনি। আমরা পাসের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় উল্লসিত। কিন্তু পড়াশোনায় এতটা পথ পাড়ি দেওয়ার পর কেন ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ব্যর্থ হবে, তার কারণ অনুসন্ধান জরুরি। ১২ লাখের বেশি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২-৪ শতাংশ ব্যর্থ হতেই পারে। কিন্তু ২৫ শতাংশ কেন পাস করতে পারবে না? এর দায়দায়িত্ব অবশ্যই চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।